দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

54

2

শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সাম্প্রতিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (নিয়েয়ার)-এর নাম পরিবর্তন করতঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নাইমে)-তে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। ফলে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্যবাহী ও অনন্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মকাণ্ডসহ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটিবে বলিয়া আশংকা দেখা দিয়াছে।

উল্লেখ্য, নিয়েয়ারের কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এর পৃথক দুটি বিভাগ প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং শিক্ষা প্রশাসন-প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলা হয়। ফলে যুগপৎ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের পথ সুগম হয়। এতদ্ব্যতীত নিয়েয়ারের উপর অর্পিত অন্য দায়িত্বগুলি হইতেছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির শিক্ষাক্রমের সমন্বয় সাধন করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দেশের ৭০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের সেক্রেটারিয়েটরূপে কাজ করা, শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাদির উপর গবেষণাপ্রসূত সাময়িকী ও পুস্তক প্রকাশনা করা, শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা এবং সমধর্মী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

জন্মলগ্ন হইতেই নিয়েয়ার প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ৫০০০ শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় সেমিনার অনুষ্ঠান, জার্নাল প্রকাশনা, ইউনেস্কোর সহায়তায় একাধিক রিসার্চ ষ্টাডি এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের কারিকুলামের উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বর্তমানে হঠাৎ প্রতিষ্ঠানটির ৩০ বছরের ঐতিহ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বাস্তবতাকে অস্বীকার করিয়া নিম্নোক্ত অবাস্তব পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হইতেছে। অপরিহার্য পেশাগত ডিগ্রীবিহীন লোকদের মহাপরিচালক, পরিচালক এবং প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ করা, পেশাগত ডিগ্রীসহ যথাযথ উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করা এবং পেশাগত, বিষয়ভিত্তিক, স্বল্পমেয়াদী চালু প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের পরিবর্তে সকল কলেজ শিক্ষকদের জন্য পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশনভিত্তিক ২ মাস মেয়াদী (মাথাপিছু ব্যয় প্রায় ৩০,০০০/-টাকা) তথাকথিত ফাউণ্ডেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠা নিয়েয়ার-এর বিরাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার—বিভিন্ন বিষয়ের ১০টি ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কশপ, শ্রেণীকক্ষসমূহ পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পৃথক হোষ্টেলসমূহ, বহু পেশাগত পুস্তক-লাইব্রেরী ইত্যাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কিশপসমূহ প্রায় ধ্বংসের পথে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্নস্তরের শিক্ষকদের পেশাভিত্তিক কর্মকালীন প্রশিক্ষণ একটি বিশ্বজনীন প্রথা।

অভিযোগে প্রকাশ, পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৪·২৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রাসহ মোট ৭·০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ভিন্ন ধরনের একটি খণ্ডিত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পথে। আমাদের মতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই অর্থ কোন খণ্ডিত ও অবিবেচনাপ্রসূত তথাকথিত প্রকল্পের জন্য ব্যয় না করিয়া ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর সম্মিলিত সহযোগিতায় প্রণীত ম্যাকমিলন রিপোর্ট অনুযায়ী নিয়েয়ার-এর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত।

—ডঃ এস, এ, আশরাফ, ঢাকা